RHD ROAD NETWORK

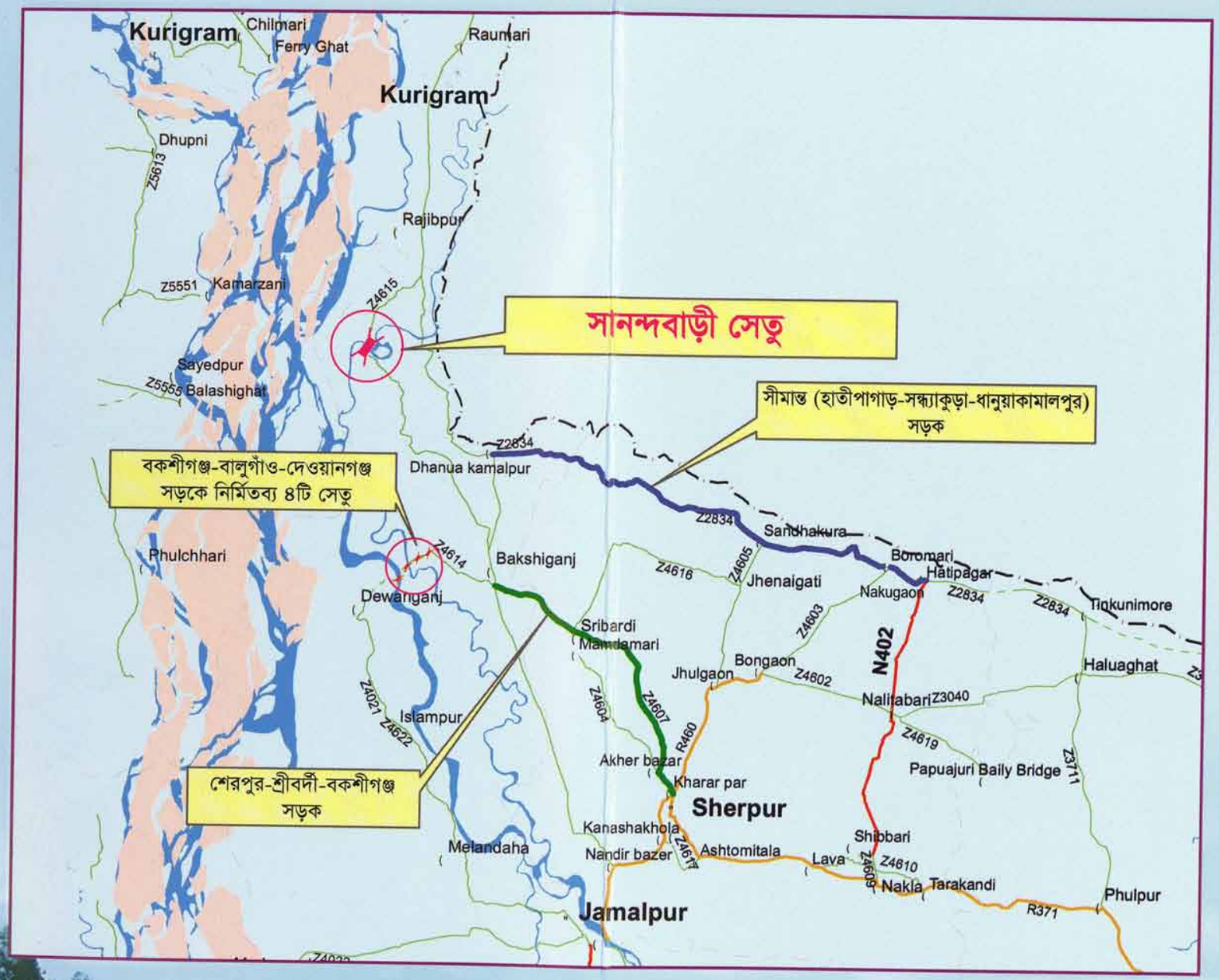


## সানন্দবাড়ী সেতু

# উদ্বোধন

বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ
শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন
সীমান্ত সড়ক নির্মাণ

# ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২৫ আশ্বিন ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১০ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

**সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর**
সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

# প্রকল্প পরিচিতি

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তন্মধ্যে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সড়ক যোগাযোগের ভূমিকা মুখ্য। উপরন্তু নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেতু একটি অপরিহার্য অঙ্গ, যা একাধিক জনপদের মধ্যে সরাসরি সেতু বন্ধন রচনা করে।

**সানন্দবাড়ী সেতু**

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বকশীগঞ্জ-সানন্দবাড়ী-চররাজিবপুর সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে জিঞ্জিরাম নদীর উপর ২৮ মার্চ ২০০১ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সানন্দবাড়ী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণের ফলে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা থেকে ঢাকায় যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজতর ও সাশ্রয়ী হয়েছে।

৮ স্প্যান বিশিষ্ট, ২৯৮.৮৮ মিটার দীর্ঘ ও ৭.৬ মিটার প্রশস্ত সানন্দবাড়ী সেতুটি বোরড পাইল ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিত। সেতুটির উভয় প্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৬২৫ মিটার। সেতুটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১৩.৩৮ কোটি টাকা।

**বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ**

১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কটি জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার সাথে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সংযোগ স্থাপন করেছে। কিন্তু সড়কটির ৪র্থ কিলোমিটারে ধুমালীপাড়া, ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে বটতলী, ৮ম কিলোমিটারে কামালের বাত্তি ও ৯ম কিলোমিটারে দশআনী নামক স্থানে নদী ও খাল থাকায় সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আছে। এ ৪টি স্থানে সেতু নির্মাণ ছিল এ এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সেতু ৪টি নির্মাণ করা হলে বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ততম সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এতে দুই উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২১ কিলোমিটার দূরত্ব হ্রাস পাবে।

সানন্দবাড়ী সেতু

বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ সড়কে নির্মিতব্য সেতুর স্থান

বিদ্যমান শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ সড়ক
(বর্তমান ৩.৭০ মিটার প্রশস্ত সড়কটিকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হবে।)

বোরড পাইল ফাউন্ডেশনের উপর নির্মিতব্য সেতু চারটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪৫৬.৮৬ মিটার ও প্রত্যেকটির প্রশস্ততা হবে ৭.৬০ মিটার। সেতু ৪টির উভয় প্রান্তের এ্যাপ্রোচ সড়কের মোট দৈর্ঘ্য হবে ২১০০ মিটার। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৫২.৮৯ কোটি টাকা।

**শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন**

শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ সড়কটি ২৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। বর্তমানে সড়কটির প্রশস্ততা এবং কাঠামোগত পুরুত্ব প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সুষ্ঠুভাবে করা যাচ্ছে না। সড়কটিকে বর্তমান ৩.৭০ মিটার প্রশস্ততা থেকে এ প্রকল্পের আওতায় ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হবে। বিদ্যমান অপ্রশস্ত শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ সড়কটি প্রশস্তকরণ ও ৭টি নতুন সেতু/কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করা হলে শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী ও জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের সাথে যোগাযোগ সহজ ও নির্বিঘ্ন হবে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ৩৫.৩৩ কোটি টাকা।

**সীমান্ত (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর) সড়ক নির্মাণ**

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ২১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সড়ক সুনামগঞ্জ জেলা হতে শুরু হয়ে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ ও শেরপুর হয়ে জামালপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। সড়কটির বিভিন্নস্থানে ব্রীজ/কালভার্ট না থাকায় এবং কিছু অংশ কাঁচা হওয়ায় সারা বৎসর সড়ক যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে না। সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চাৎপদ জনপদের সার্বিক উন্নয়ন ও সীমান্তনিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কৌশলগত অবস্থানের কারণে সড়ক নির্মাণের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। সীমান্ত সড়কের শেরপুর ও জামালপুর জেলার ৫০ কিলোমিটার অংশ এ প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্পের আওতায় বর্তমান ৩.৭০ মিটার প্রশস্ত সড়কটিকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হবে। সড়কটি নির্মিত হলে নাকুগাঁও ও ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দর হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়লা, পাথর, বালি, কাঠ ইত্যাদি পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং গজনী অবকাশ কেন্দ্র, মধুটিলা ইকোপার্ক ও লাউচাপড়া ইত্যাদি পর্যটন কেন্দ্রসমূহে আসা-যাওয়া সুগম হবে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ১০৭.৫২ কোটি টাকা।